

বাংলায় অকাদেমি পেলেন চিন্ময় গুহ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: এ বছর বাংলায় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক চিন্ময় গুহ। তাঁর প্রবন্ধের বই ‘ঘুমের দরজা ঠেলে’র জন্য এই পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। বাংলা-সহ মোট ২৩টি ভারতীয় ভাষার লেখকদের পুরস্কৃত করছে সাহিত্য অকাদেমি। আজ সংস্থার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে প্রাপকদের হাতে।

এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার, লীলা রায় পুরস্কার, ডিরোজিও দ্বিশতবার্ষিকী পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন চিন্ময়। ‘দেশ’ ও ‘বইয়ের দেশ’ পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনার সম্পাদনা করেছেন এক দশক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক চিন্ময়



গুহের ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি সুবিদিত। ফ্রান্সের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতর তাঁকে ২০১০ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে ‘অর্ডার অব অ্যাকাডেমিক পাম’ এবং ‘অর্ডার অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স’ সম্মানে ভূষিত করেছিল। এ বছর ফরাসি সরকারের অন্যতম শীর্ষ সম্মান ‘ন্যাশনাল অর্ডার অব মেরিট’ও পেয়েছেন তিনি।

সংবাদ সংস্থা

P. 6



পুরস্কৃত প্রাক্তন আসু নেত্রী জয়শ্রীও

গুয়াহাটি, ১৮ ডিসেম্বর: তাঁর ‘চাণক্য’ উপন্যাসের জন্য অসমিয়া সাহিত্যিক জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেলেন। জয়শ্রীদেবী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সংশোধনী নাগরিকত্ব আইনের প্রবল বিরোধী অগপ নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তের

স্ত্রী। তিনি নিজেও আসুর দীর্ঘ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন। আজ পুরস্কারের খবর পেয়ে তিনি বলেন, “এই দুর্দিনে অসমিয়া সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য খবরটা আশার আলো আনল। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে आमজনতার সংগ্রাম, জয় ও গণতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠাই আমার

এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট।” তবে পুরস্কারের খবরেও তিনি মন থেকে আনন্দ পাচ্ছেন না বলে জানান। তাঁর বক্তব্য, “আমার সন্তানের থেকেও ছোট ছেলেরা আজ অসমের জন্য গুলি খেয়ে মরেছে। পুরস্কারের অর্থমূল্য আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের হাতে তুলে দেব।” নিজস্ব সংবাদদাতা

জল্পনা উস্কে শশীর ইতিহাসকে সাহিত্য অকাদেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন

১৮ ডিসেম্বর: তিনি কংগ্রেস সাংসদ। ‘হোয়াই আই অ্যাম আ হিন্দু’ বা ‘দ্য প্যারাডক্সিক্যাল প্রাইম মিনিস্টার’-এর মতো বইয়ের লেখক। সেই সমস্ত বইয়ে বিজেপি শিবির তথা নরেন্দ্র মোদীকে যথেষ্ট খোঁচাই দিয়েছেন। এ হেন শশী তারুনের নামই সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারের অন্যতম প্রাপক হিসেবে ঘোষণা হল আজ। এবং তার পর থেকেই চর্চা শুরু হল— তবে কি মোদী সরকার এতটাই পরমতসহিষ্ণু হয়ে উঠছে?

‘অ্যান এরা অব ডার্কনেস: দ্য

ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া’— এই বইটির লেখক হিসেবে ‘সৃষ্টিশীল নিবন্ধমূলক ইংরেজি গ্রন্থ’ বিভাগে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন তিরুঅনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব নিয়ে তাঁর এই বই। পুরস্কারের প্রাপকেরা পাবেন তাম্রফলক, শাল এবং এক লক্ষ টাকা।

মোদীর আমলে অসহিষ্ণুতার বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ তুলে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ফিরিয়েছিলেন বহু বিশিষ্ট লেখক। আজ শশী কিন্তু বলেছেন, “পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করার প্রস্নই নেই। বরং অন্য লেখকেরা যখন



এই পুরস্কার ফেরাচ্ছিলেন, আমি বারণ করেছিলাম। এটা সাহিত্য-জীবনের স্বীকৃতি। এর সঙ্গে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই।” শশীর সঙ্গেই সাহিত্য অকাদেমি পেয়েছেন অসমিয়া সাহিত্যিক তথা অগপ নেতা প্রফুল্ল

মহন্তের স্ত্রী জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত। নাগরিকত্ব আইনের তীব্র বিরোধিতা করছেন প্রফুল্লবাবু। জয়শ্রীদেবী আজ বলেছেন, “মন থেকে আনন্দ পাচ্ছি না। আমার সন্তানের থেকেও ছোট ছেলেরা গুলি খেয়ে মরেছে।”

রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের প্রস্ন, এই পুরস্কার কি বিজেপির তরফে শশীকে কোনও বার্তা? কারণ, শশীর মতো যারা কেরলের মূল শ্রোতের কংগ্রেসি রাজনীতিক নন, তাঁদের কাছে টানার চেষ্টা বেশ কিছু দিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। আর শশী ‘দ্য প্যারাডক্সিক্যাল প্রাইম মিনিস্টার’ লিখলেও সাম্প্রতিক অতীতে এই

কথাও বলেছেন যে, সব কিছুর জন্য মোদীকে দায়ী করা অনুচিত। এই সব থেকেই অন্য সমীকরণ খুঁজছেন কেউ কেউ। তাঁরা মনে করছেন, সাহিত্য অকাদেমির বর্তমান সভাপতি, কন্নড় কবি চন্দ্রশেখর কব্বর ওই পদে এসেছেন মোদীর আমলেই।

সাহিত্য অকাদেমি সূত্রের বক্তব্য, প্রতিটি ভাষার পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিন জন করে শিক্ষাবিদকে নিয়ে জুরি বোর্ড তৈরি করা হয়েছিল। তাঁরাই পুরস্কার প্রাপককে নির্বাচিত করেছেন। বিচারকদের বিচক্ষণতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় জায়গাই নেই। শশী নিজেও লেখক হিসেবে সমাদৃত।

কলকাতা বৃহস্পতিবার ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯

» সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার খারুকে

এ বছর সাহিত্য অকাদেমি সম্মান পাচ্ছেন শশী খারুকে। কংগ্রেস সাংসদ ও প্রাক্তন কূটনীতিক শশী সাহিত্যিক হিসেবেও সুবিদিত। পাঠক মহলে সমাদৃত তাঁর লেখা 'রায়ট', 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান নভেল'। ইংরেজিতে নন-ফিকশন বিভাগে পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁর 'অ্যান এরা অফ ডার্কনেস: দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া' বইয়ের সুবাদে। ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে সাহিত্য অকাদেমি সম্মান প্রদান করা হবে। পুরস্কারের অর্থ ১ লক্ষ টাকা। বাংলায় চিন্ময় গুহ পুরস্কৃত হচ্ছেন 'ঘুমের দরজা ঠেলে' প্রবন্ধগ্রন্থের জন্য।

Tharoor and 22 others to get Akademi Award 2019

New Delhi: Politician-writer



Shashi Tharoor and playwright Nand Kishore

Acharya are among 23 writers chosen for the prestigious Sahitya Akademi Award 2019.

The national academy of letters announced the names of the winners on Wednesday.

While Tharoor won the award for his book 'An Era of Darkness' in English, Acharya will receive the recognition for his book of Hindi poetry, 'Chheelatey Hue Apne Ko'.

"The awards were recommended by distinguished jury members representing 23 Indian languages and approved by the executive board of the Sahitya Akademi which met today (Wednesday) under the chairmanship of Chandrashekhara Kambar, President, Sahitya Akademi," K Sreenivasarao, secretary of the Akademi, said.

Seven poets will be given the award — Phukan Ch Basumatary (Bodo), Acharya (Hindi), Niba A Khandekar (Konkani), Kumar Manish Arvind (Maithili), V Madhusoodanan Nair (Malayalam), Anuradha Patil (Marathi), and Penna Madhusudan (Sanskrit). Joysree Goswami Mahanta (Assamese), L Birmangol Singh (Manipuri), Cho Dharman (Tamil) and Bandi Narayan Swami (Telugu) will receive it for their novels.

Six authors will get the recognition in the short story category — Abdul Ahad Hajini (Kashmiri), Tarun Kanti Mishra (Odia), Kripal Kazak (Punjabi), Ramswaroop Kisan (Rajasthani), Kali Charan Hembram (Santali) and Ishwar Moorjani (Sindhi). Tharoor (English), Vijaya (Kannada) and Shafey Kidwai (Urdu) have won the award for their work on creative non-fiction, autobiography and biography respectively. Three books of essays by Chinmoy Guha (Bengali), Om Sharma Jandriari (Dogri), and Ratilal Borisagar (Gujarati) were also named. PTI

ସମାଜ[®]

The Samaja

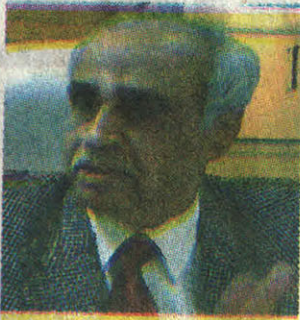
ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ-ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରାସ,

PRINTED AT CUTTACK, SAMBALPUR, BALESWAR, VISAKHAPATNAM

SAMAJ / 19.12.19

ତରୁଣକାନ୍ତି ପାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୮.୧୨ (ନି.ପ୍ର)



■ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ 'ଭାସ୍ୱତୀ' ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଲକ୍ଷ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠ ଲେଖକ ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର ପାଇବେ ସମ୍ମାନଜଳ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର । ଏ ନେଇ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ବିଧିବଦ୍ଧଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।

ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଡ. ରତ୍ନଶେଖର କମରାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୨୩ଟି ଭାଷାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ।

ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି କବିତା ସଂକଳନ, ୪ ଉପନ୍ୟାସ, ୬ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ୩ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନନ୍ଦ ପିଙ୍କନ୍, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଜୀବନାଗ୍ରହ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ମନୋନୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଭାଷାରେ ଗଞ୍ଜଣ କରି ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କମିଟିରେ ଡ. ମାଳବିକା ରାୟ, ଡ. ଫନା ମହାନ୍ତି ଓ ଡ. ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୦ ଫେବୃଆରି ୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବିଜେତାଙ୍କୁ ୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶି ସହିତ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨, ୧୯୫୦ରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନ 'ଭାସ୍ୱତୀ' ମନୋନୀତ

ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପୃଷ୍ଠା ୪
Page-4

ତରୁଣକାନ୍ତି...

ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, କଟକର ପି.ଏମ ଏକାଡେମୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିଜ୍ଞେବି କଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଓ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଆଞ୍ଚିଲାରୁ ଏମ୍.ଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ୧୯୬୫ ବ୍ୟାବ୍ଦର ଆଇ.ଏସ୍.ଏ ଅଧିକାରୀ । ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ 'ହେ ପୃଥିବୀର ନାଗରିକ' 'ଆସନ୍ତାକାଲି' ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ - ନିଃସଙ୍ଗତାର ସ୍ୱର, କୋମଳ ଗାନ୍ଧାର, ଜଣେ ନିରସ୍ର ଆତତାୟୀ, ବାଟଂଶ, ପ୍ରଜାପତିର ତେଣା ନାହିଁ, ଆକାଶ ସେତୁ, ଆଜି ରାତିର ଗଳ୍ପ, କେହି ଜଣେ ଏକା ଏକା ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟତମ । ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଇଂରାଜୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ମାଲୟାଲାମ, ତେଲୁଗୁ, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ପାଠକାଞ୍ଚ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି । ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଶାରଳା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି ।

Shashi Tharoor among 23 chosen for Sahitya Akademi Award 2019

New Delhi: Politician-writer Shashi Tharoor and playwright Nand Kishore Acharya are among 23 writers chosen for the prestigious Sahitya Akademi Award 2019.

The national academy of

letters announced names of the winners on Wednesday.

While

Tharoor won the award for his book "An Era of Darkness" in English, Acharya will receive the recognition for his book, "Chhodaye Huo Apne Ko".

"The awards were recommended by distinguished jury members representing 23 Indian languages and approved board which met today under the Chairmanship

It's an honour for me & Marathwada: Patil

Commoners' lives and issues inspire and intrigue me and I get compelled to pen down my feelings, said poet **Anuradha Patil**, the winner of Sahitya Akademi award 2019 for Marathi language, here on Wednesday. "Our literature has a tradition of over 700 years. We have the list of illustrious poets who have carved niche for themselves. Despite such glorious past, I often worry that whether we contemporary poets are taking this legacy forward or backward and the award is a solace to me," she said. Patil, 66, said that the award in a way would dispel different ill-notions associated with Marathwada. "I feel proud that I hail from Marathwada. The award for me is an honour for my region also," she said. THE



of Chandrashekhar Kambar, President, Sahitya Akademi," K Sroentivasarao, secretary of the Akademi, said.

Seven poets will be given the award — Phukan Ch. Basumatary (Bodo), Nand Kishore Acharya (Hindi), Niba A Khandekar (Konkani), Ku-

mar Manish Arvind (Maithili), V Madhusoodanan Nair (Malayalam), Anuradha Patil (Marathi), and Penna Madhusudan (Sanskrit).

Joysee Goswami Mahanta (Assamese), L. Hirmanjol Singh (Manipuri), Cho Dharman (Tamil) and Bandi Na-

rayan Swami (Telugu) will receive the award.

Six authors will get the recognition in short story category — Abdul Ahad Hajini (Kashmiri), Tarun Kand Mishra (Odia), Kripal Kazak (Punjabi), Ramswaroop Kisan (Rajasthani), Kali Charan Hembram (Santali), and Ishwar Moorjani (Sindhi). Shashi Tharoor (English), Vijaya (Kannada) and Shafiq Kidwai (Urdu) have won the award for their work on creative non-fiction, autobiography and biography respectively. Three books of essay by Chinmoy Guha (Bengali), Om Sharma Jandriari (Dogri), and Ratilal Borisagar (Gujarati) were also named for the award.

The ceremony will take place on February 25. AGENCIES

Sool fetches Cho Dharman Sahitya Akademi award

J.V. SIVA PRASANNA
KUMAR | DC
CHENNAI, DEC. 18

At 66, Cho Dharman leads a solitary life in Kovilpatti town in the southern coastal Thoothukudi district of Tamil Nadu, fruitfully spending his mornings writing from a small, unswept room on the upper floor of his house, and afternoons by the edge of a pond, with a fishing rod of his own making.

His third novel *Sool*, won



Cho Dharman

this Tamil writer the much coveted Sahitya Akademi Award for 2019.

The novel *Sool*, published in 2016, laments the sorry state of thousands of water bodies that the state inherited at Independence.

He not only bemoans the ecological destruction but also documents 64 birds of the region threatened by change.

His first novel: *Thurvai* (Wasting Away), was published in 1996 and his second novel: *Koogai* (2005), translated as *The Owl* by Vasantha Surya (Oxford) in 2015, has a monolithic

● **Shashi Tharoor wins Sahitya Akademi award 2019 for *An era of darkness***

PAGE 6

immensity rivalled by a few other feats of Dalit writing in Tamil. Though a Pallar, Dharman has never identified himself as a Dalit writer, but as a creator who

bonds with his characters before deciding their fate.

“Dharman is different from the other Dalit writers in the sense that he does not hesitate to speak well of the upper caste when they happen to lend a helping hand. *Koogai* was much criticised by fellow Dalits because it has a Brahmin character who is helpful,” Vaasanthi, a writer and editor, who was instrumental in publishing several stories of his in a Tamil weekly, had told a magazine. ■ **P2**

Dharman writes on culture and history around environment

FROM P1

Dharman does not merely write on birds and ponds, but also of the cultures and the histories that enliven the environment around him. He chronicles the life in the karisal or dry black soil lands of taluks from Thoothukudi, Virudhunagar, Tirunelveli and Ramanathapuram districts that are devoid of rivers or streams.

Novels by Dr. Joysree

Goswami Mahanta (Assamese), L. Birmangol Singh (Manipuri) and Bandi Narayana Swamy (Telugu) were among the other winners.

On Wednesday the Sahitya Akademi announced its annual literary awards for 2019 for works in 23 languages, including one for Congress MP Shashi Tharoor's non-fiction book: 'An Era of Darkness: The British Empire in India,' in the English category.

No question of refusing Sahitya Akademi award: Shashi Tharoor

New Delhi, Dec 18: On winning the prestigious Sahitya Akademi award for his book 'An Era of Darkness' in a non-fiction category in English language, Congress leader Shashi Tharoor on Wednesday said that "there is no question of refusing the award."

Amid the political row over Citizenship Amendment Act, Shashi said, "Even when a few years ago when the eminent writer returned the awards, I was one of the few voices that telling them not to."

"Having urged them not to return the award there is no question of mine not accepting the award. I see no reason whatsoever to do so," he added.

He also said that Sahitya Akademi award is recognition of one's literary achievement and is nothing to do with government.

"It's actually our society and the literary community that honours the award. We all know what prestigious award this is and for me, it is a matter of great

Nand Kishore to get Sahitya Akademi

New Delhi, Dec 18: Politician-writer Shashi Tharoor and playwright Nand Kishore Acharya are among 23 writers who will be bestowed with the Sahitya Akademi Award 2019.

The national academy of letters announced the names of the winners on Wednesday. While Tharoor won the award for his book "An Era of Darkness" in English, Acharya will receive the recognition for his book of Hindi poetry, "Chheelatey Hue Apne Ko".

"The awards were recommended by distinguished jury members representing 23 Indian languages and approved by the Executive Board of the Sahitya Akademi which met today under the Chairmanship of

pride," he added.

He also said that he was very touched and honoured by it.

"I know that a very emi-

Chandrashekar Kambar, President, Sahitya Akademi," K Sreenivasarao, Secretary of the Akademi, said in a statement.

Seven poets will be given the award — Phukan Ch. Basumatary (Bodo), Nand Kishore Acharya (Hindi), Niba A Khandekar (Konkani), Kumar Manish Arvind (Maithili), V Madhusoodanan Nair (Malayalam), Anuradha Patil (Marathi), and Penna Madhusudan (Sanskrit).

Joysree Goswami Mahanta (Assamese), L Birmangol Singh (Manipuri), Cho Dharman (Tamil) and Bandi Narayan Swami (Telugu) will receive the award for their novels.

Six authors will get the recognition in short story category.

nent jury was constituted to make this judgement. And the fact they found me worthy of this award is terribly gratifying." — PTI

சோ.தர்மனுக்கு சாகித்ய அகாதெமி விருது

நமது நிருபர்

புது தில்லி, டிச. 18: தமிழ் எழுத்தாளர் சோ.தர்மனுக்கு அவர் எழுதிய 'சூல்' நாவலுக்காக 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாதெமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

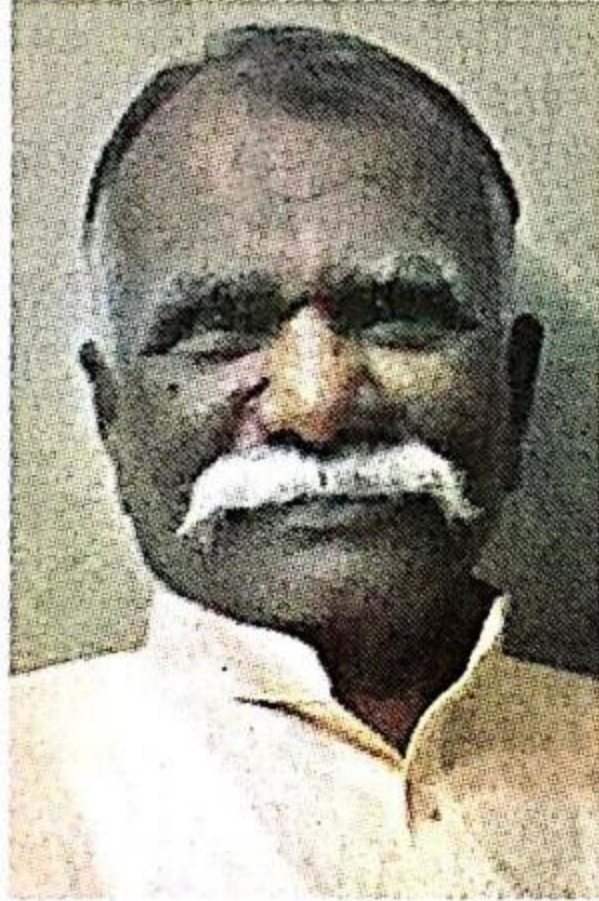
சாகித்ய அகாதெமி 23 மொழிகளுக்கான விருதை புதன்கிழமை அறிவித்தது. விருதுபெற்றவர்களுக்குபட்டயம், சால்வையுடன் ரூ.1 லட்சம் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்படும்.

தில்லியில் 2020, பிப்ரவரி 25-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்படவுள்ளது.

23 மொழிகளைச் சேர்ந்த சாகித்ய அகாதெமியின் நடுவர் குழு விருதுக்கானவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தது.

ஆங்கில மொழிக்கான விருது - பிரபல ஆங்கில எழுத்தாளரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான சரிதாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவர் எழுதிய 'ஏன் எரா ஆஃப் டார்க்னஸ்'



(AN ERA OF DARKNESS) என்ற நூலுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவை ஆட்சி செய்த கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி, இந்தியாவின் வளங்களை எவ்வாறு சுரண்டியது என்பதை இந்த நூல் தெளிவாக விவரிக்கிறது.

ஹிந்தி மொழிக்கான விருது, புகழ்பெற்ற கவிஞரும் எழுத்தாளருமான நந்த் கிஷோர் ஆச்சார்யாவின் 'சில்லே ஹியு ஆப்னே கோ' என்ற கவிதை தொகுப்பிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கு மொழிக்கான விருது - பந்தி நாராயண சாமி எழுதிய 'செப்தபூமி' என்ற நாவலுக்கும், மலையாள மொழிக்கான விருது - வி.மதுசூதனன் நாயர் எழுதிய 'அச்சன் பிராண வீடு' என்ற கவிதைத் தொகுப்புக்கும், கன்னட மொழிக்கான விருது - விஜயா என்ற எழுத்தாளர் எழுதிய 'குடி எசரு' என்ற சுயசரிதைப் புத்தகத்துக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

'வாசிப்பு அனுபவமே சிறந்த படைப்பாளியாக்கும்'

கோவில்பட்டி, டிச. 18: வாசிப்பு அனுபவமே ஒருவரை சிறந்த படைப்பாளியாக ஆக்கும் என்று சாகித்ய அகாதெமி விருதுக்குத் தேர்வாகியுள்ள எழுத்தாளர் சோ. தர்மன் கூறினார்.

1947-ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிலேயரிடமிருந்து சுதந்திரம் கிடைத்தபோது இங்கிருந்த 39, 640 கண்மாய்களின் இன்றைய நிலை என்ன என்பதை மையக்கருவாகக் கொண்டது இவர் எழுதிய 'சூல்' என்ற நாவல்.

இதுகுறித்து, கோவில்பட்டியில் செய்தி யாளர்களிடம் சோ. தர்மன் புதன்கிழமை கூறியது:

உலகில் முக்கியப் பிரச்சனை தண்ணீர் தான். இங்குள்ள கண்மாய்களின் இன்றைய நிலை குறித்து 'சூல்' நாவல் பேசுகிறது.

இந்த நாவலுக்கு பல்வேறு விருதுகள் கிடைத்துள்ளன. இப்போது மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இதனால், எனக்கு கடமைகள் அதிகரித்துள்ளன. இந்த விருதை, எனது உருளைகுடி கிராம மக்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்.

1790-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தற்போது வரை தென் மாவட்டங்களில் நடந்த முக்கிய விஷயங்களை மையப்படுத்தி இப்போது நாவல் எழுதி வருகிறேன். எழுத்தாளர் ஆக சிறப்புத் தகுதிகள் ஏதுமில்லை; எழுதப் படிக்க தெரிந்தால் போதும். தொடர்ந்து வாசிக்கும் அனுபவமே ஒருவரை சிறந்த படைப்பாளியாக ஆக்கும் என்றார் அவர்.

வாழ்க்கைக் குறிப்பு: தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியை அடுத்த உருளைகுடி



கிராமத்தைச் சேர்ந்த இவர், 1953, ஆகஸ்ட் 8-இல் பிறந்தார். இயற்பெயர் சோ. தர்மராஜ். பெற்றோர் சோலையப்பன் - பொன்னுத்தாய். 1976 - 1996 வரை கோவில்பட்டியில் உள்ள நூற்பாலையில் வேலை பார்த்துள்ளார். இவருக்கு மாரியம்மாள் என்ற மனைவியும், வினோத் மாதவன், விஜய சீனிவாசன் என்ற 2 மகன்களும் உள்ளனர்.

எழுத்துப் பணி: கரிசல் வட்டார எழுத்தாளர் கி.ரா. என அழைக்கப்படும் கி. ராஜநாராயணனின் படைப்புகளால் ஈர்க்கப்பட்டு எழுத்துப் பணியைத் தொடங்கினார் சோ. தர்மன்.

2014-இல் வில்லிசைப் பற்றிய ஆய்வு நூல் எழுதியுள்ளார். 1992, 1994-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான 'இலக்கியச் சிந்தனை' விருது, 1998-இல் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் வி.ஆர்.கிருஷ்ணய்யர் விருது, புதுவை இலக்கியத் தென்றல் விருது, 2000-ஆம் ஆண்டில் கனடா, டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தின் இலக்கியத் தோட்டம் விருது, 2004-இல் திருப்பூர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் சிறந்த நாவலாசிரியர் விருது, 2005-இல் தமிழக அரசால் சிறந்த நாவலுக்கான விருது உள்பட பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார்.

இவரது படைப்புகள் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் பாடமாக உள்ளன. இவரது படைப்புகள் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவரது படைப்புகளை ஆய்வு செய்து 62 பேர் எம்.ஃபில். பட்டமும், 43 பேர் பி.ஹெச்.டி. பட்டமும் பெற்றுள்ளனர்.



బండి నారాయణస్వామి

శశిధర్

అనంత రచయితకు కేంద్ర సాహితీ పురస్కారం

బండి నారాయణస్వామి
'శప్తభూమి' నవలకు గుర్తింపు

శశిధర్ ఆంగ్ల రచన
'యాన్ ఎరా ఆఫ్ డార్క్నెస్'కు
అవార్డు